ছড়ায় ছবিতে
অআকখ
শ্রীরতন কুমার দে

অ আ ই ঈ-র ছড়া

অ

অমন সুন্দরী তাই
অহঙ্কার তার ভারী—
কারও সাথে কয়না কথা
সবার সাথেই আড়ী।

আ

থাকেন—আগড়পাড়ায়
আছেন মহা সুখে—
নাম কিনেছেন কবি বলে
কাব্য ছড়া লিখে।

ই

তিনি ইছাপুরে
ইক্ষু করেন চাষ—
ভক্ত তিনি, সদাই বলেন,
ভগবানের দাস।

ঈ

তার মাগুর আর কৈ
বড্ড প্রিয় খানা—
দুপুর হলেই আর তিনি খান
ঠাণ্ডা বেলের পানা।

উ

তার আহা, উঁহু,
লেগেই আছে মুখে—
বারো মাসের রুগী তিনি
চলেন লাঠি ঠুকে।

ঊ

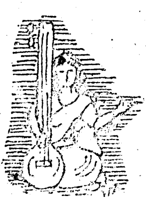

তার সুন্দরী বউ
শান্তিপুরের মেয়ে—
সম্প্রতি সে নাম করেছে
খেয়াল গজল গেয়ে।

ঋ

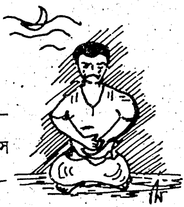

সেদিন ঘি খেয়েছে
ঠাণ্ডা ভাতের সাথে—
পেটের ব্যথায় কাঁদছিলেন সে
একলা বসে রাতে।—

৯

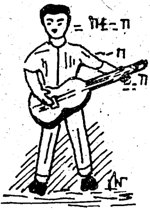

লি—লি—লা—লা—লা—লা—
মাথা মুণ্ডু গেয়ে—
দিল্লী থেকে রাষ্ট্রপতির
পদক এলেন নিয়ে।

এ

বলেন এসো, এসো
বোসো, বোসো ভাই—
ছোট বড় সবার কাছেই
সমান প্রিয় তাই।

ঐ

হলেন হৈ হৈ আর
হট্টগোলের রাজা—
বড্ড খেতে ভালবাসেন
মণ্ডা, মেঠাই, গজা।

ও

বলেন শো—শো—শো—
বাছা এবার ঘুমো—
ছোট্ট ছেলের গালে দিলেন
মিষ্টি দুটো চুমো।

ঔ

যেন কার তিনি বৌ
পড়ছে না আজ মনে—
দেখেছিলাম হঠাৎ সেদিন
"খড়দা" ইস্টিশানে।

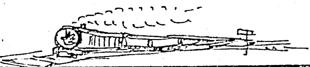

অং

মেখে রং মুখেতে
সঙটি সেজে চলে—
আড়াল থেকে সবাই হেসে
পটের বিবি বলে।

অঃ

হঃ—হঃ—হেঃ—হেঃ—হিঃ—হিঃ—
হেসেই লুটোপুটি—
বার মাসই স্কুলেতে তার
লেগেই আছে ছুটি।

কখগ-ছড়া

(অক্ষরগুলোকে যথাযথ উচ্চারণ করতে হবে)

ক—চলেছে কলকাতাতে খ—চলেছেন খড়দা
গ—গরম চা খান শুধু ঘ—ঘন খান জর্দ্দা।

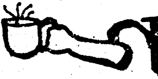

ঙ—শুধু চুমু খেয়ে চ—য়ের গালে চার
ছ—কে দিলেন ছ ভরিতে বানিয়ে সোনার হার।

জামনগরে যাবেন জ—জানুয়ারীর শেষে
ঝ—কে নিয়ে ঝক্কী তাই, পাঠিয়ে দিলেন দেশে
ঞ—কিও ? বলব কি আর ট—কে দিয়ে টাকা
ঠ কে ঠকান মিথ্যে বলে, ট্যাঁক নাকি তার ফাঁকা।

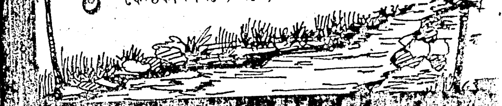

ড—য়ের বাড়ী ডানকুনিতে ঢ—য়ের বাড়ী ঢাকা

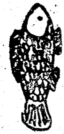

ণ তোতলা ত—য়ের আপন বড় কাকা।
থ—খান শুধু থানকুনি আর দ—য়ের পাত্তা দৈ
ধ—কে ধমকে বলেন কিনে আনিস জিওল কৈ।
ন—হেঁ···হেঁ হঁ···হঁ হিঁ···হিঁ শুধু হাসে—
পাকপাড়ারই প—কে নাকি বড্ড ভালবাসে!

ফ—য়ের শুধু ফক্কীবাজী ব—কে পেয়ে বোকা
সাথে ভ···কে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে কেবল ধোঁকা।
ম···য়ের মামীর মনে সদাই য···কে যমের ভয়
বললে র··কে "র" বললেন···"ল"···কে বললে হয়
ল চলেছেন লালবাজারে ব বাবাজীর কাছে
ব···যে এখন বড়বাবু ভয়ের কি আর আছে।

শ নিয়ে নস্য সদাই যে দেন হাঁচি···
ষ—তারই পোষ্য, বলেন মরলে বাঁচি।
স—তস্য খুড়োর পকেট করে ফাঁক
ব্যাঙ্কে নাকি জমিয়ে গেছেন, নিদেন দু এক লাখ

হ — বাবাজী হড়কে নাকি পড়ে পুকুর ঘাটে—

ঠ্যাং ভেঙ্গে তাই শুয়ে আছেন হাসপাতালের খাটে

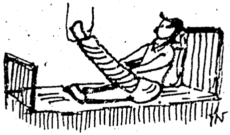

ক্ষ বলেন দিও দিদি আমায় দুটো টাকা —

আসছে মাসে শোধ দেব তা কথা আমার পাকা

ড় —থর থর কাঁপছে—মাঘের শীতে —

ঢ় —ঢাক বাজাবেন ঠাকুর ভাসান দিতে।

য় —বলেন দিয়ো···গণ্ডা গণ্ডা কড়ি—

ৎ — তাই শুনে থ ! ফাটবে ব্যাটার ভুঁড়ি।

ং —ভেবে অসার পয়সা টাকা কড়ি

ঃ - কে দিয়ে সর্ব, মক্কা দিলেন পাড়ি।

ঁ —খাঁটি হিন্দু আচার বিচার ভারী—

দোষের মধ্যে একটু তিনি আত্মঅহংকারী

টাকার টিকি

টাকার যদি থাকত টিকি কেমন হত মজা
টিকি ধরেই অনায়াসে ট্যাঁকে যেত গোঁজা।
একটা টাকার ছোট্ট টিকি
তারচে ছোট—আধলী সিকি
পাঁচ দশেরটা আরও বড় চেনা হত সোজা
টিকি টাকা টপাক করে উঠতো হাতে সোজা।

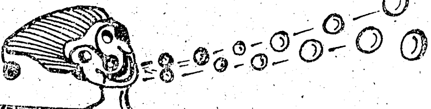

A B C D-র ছড়া

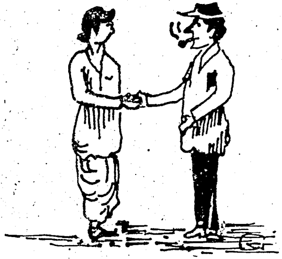

A আমাদের এ্যাংলো সাহেব, বেঙ্গালোরে বাসা—

B বাঙালী বাবুর সাথে প্রাণের ভালবাসা।

C এঁর আছে ব্যবসা ঘি-য়ের ঘুঘুডাঙ্গার কাছে

D কিনে ঘি বলেন, ছিঃ ছিঃ; এই খেয়ে কেঁউ বাঁচে

E খিঃ খিঃ হাসে শুধু, খ্যাঁকশিয়ালের হাসি

F স্রেফ ধমকে বলেন, হাসলে দেব চাঁটি।

G তিনি জার্মানীতে পাশ করেছেন B. E

এখন তিনি ইঞ্জিনিয়ার থাকেন স্তাড়িহি।

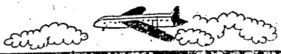

H নাকি বাইচ খেলে সোনার মেডেল পেয়ে—

সেটা বেচে করবে বিয়ে শান্তিপুরের মেয়ে।

I এবার হাই জাম্পে রেকর্ড দিয়ে লাফ—

ফিজি থেকে জিতে এলেন খাঁটি সোনার কাপ

J আমাদের জেকব সাহেব, জুয়া খেলার রাজা

প্রেসিডেন্সী জেলে আছেন পেয়ে কঠিন সাজা

K কেমন ? পাজী এমন, জুড়ি মেলা ভার—

দেখিয়ে ছুরি ছিনিয়ে ছিল ষোল ভরির হার।

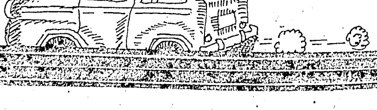

L খান বেল রোজই পুড়িয়ে নিয়ে আঁচে—;

M তেমন মেম হেন বউ তাই দেখে রোজ হাসে

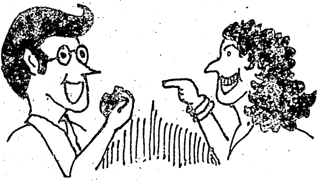

N এখন সেন সাহেবের হেড অফিসের স্টেনো

O সেও P. A এখন কেউ কি তাকে চেনো।

P পিসির মাসীর যত চুরি করে টাকা—

বেনাপোলে পেরিয়ে বর্ডার পালিয়ে গেছে ঢাকা

Q বেচে খাঁটি খিউ, ছাপড়া থেকে এসে—

R তাকে ধার দিয়েছেন টাকা ভালবেসে।

S বেশ লোকটি ভালই, সদাই মুখে হাসি—

T কে-ট্রেনিং দিচ্ছে এখন ক্যামনে বাজায় বাঁশী।

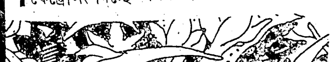

U ভিউ—দেখে বেড়ান, ফটো রাখেন তুলে—

টাকা তিনি কামাবেনই, ফটোর দোকান খুলে।

V রাণী ভিক্টোরিয়া, ভংগীটা তার ভাই—

অহঙ্কারী V-এর মুখে সবাই ছেটায় ছাই।

W গাবলু বাবলু ওরা তিনটে ভা'য়ে মিলে—

X কে বুঝি শেষ করবে চড় চাঁটি আর কিলে।

Y বাবুর আপন বেয়াই মরেন হেঁচকি তুলে—

Z গিয়ে Dead Body তার সাজিয়ে দিলেন ফুলে।

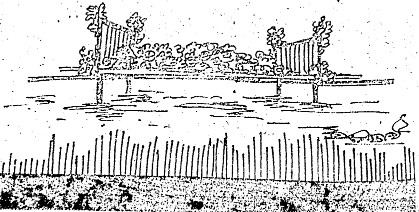

গুণীর মেলা

খেয়াল গানে—"শেয়াল" ভাল, গজল গানে "গাধা"—
"তোতাপাখীর"—তবলা শুনেই চমকে যাবেন দাদা !...
ভজন গানে "ভোঁদর ভায়া," টপ্পা গানে—"টিয়া"—
"কাঠ-ঠোকড়া" ঠুংরী শেখান, শেখেন গুন্নু মিঞা !...
কীর্তনেতে—"কাকাতুয়া", ধ্রুপি গানে—"কাক"—
কানপুরেতে শিষ্য আছে—নিদেন দু'এক লাখ !...
সেতার বাজান—"সজারু" আর বেহালা ঐ "বাঘ"—
কিযে মধুর শুনে সে সুর, লাগবে সবার তাক্ !...
সানাই বাজান—"সাপে" বটে বিসমিল্লা ছাড়—
তাই শোনাতে গেছেন তিনি সাত সমুদ্র পাড় ।
খোল বাজাতে "খেঁকী" কুকুর খুলনা গেছেন চলে—
শুনিয়ে দিতেন নইলে তিনি—তেহাই কাকে বলে ।
"ঢোঁড়া সাপের" ঢোল বাজনা শুনতে যদি চান—
এঁদো পুকুর যেথায় আছে পাড়েতে তার বান !...
গুণী যদি চান হতে সব গানবাজনা শিখে—
ঠিকানা সব পাঠিয়ে দেবেন—পোস্ট কার্ডেতে লিখে ।

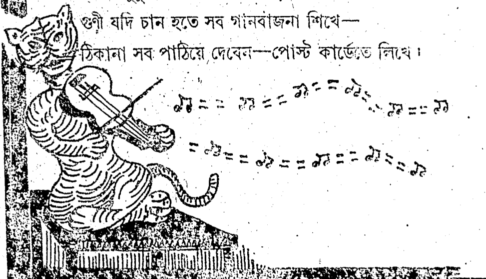

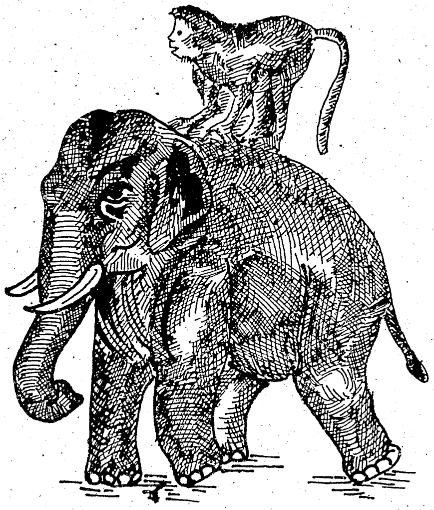

অলঙ্করণ ॥ সিদ্ধার্থ কর্মকার

প্রকাশক ঃ প্রশান্ত তালুকদার, মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ॥
১৫ বি, টেমার লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৯।

মূল্য—১৫০ টাকা